দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 06 JUN 1989
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

নারী শিক্ষা

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড— একথাটি আজ সর্বজনস্বীকৃত। শিক্ষা শুধু পুরুষের জন্য প্রয়োজন— একথা বললে ভুল হবে। কেননা। বিশ্বে অর্ধেক নারীর সংখ্যা কম নয়। পুরুষের মত নারীরও শিক্ষা লাভের যে অধিকার রয়েছে তা অস্বীকার করা যাবে না। আমাদের মহানবী (সাঃ) বলেছেন, প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য জ্ঞানার্জন করা ফরজ। ইসলামে পুরুষের পাশাপাশি নারী শিক্ষার প্রতিও গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। আমাদের দেশে নারী শিক্ষার সম্প্রসারণ এখনো তেমন ঘটেনি। পূর্বের মত এখনও নারীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাধা রয়ে গেছে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে নারী শিক্ষা আন্দোলনের সূত্রপাত হলেও আজও নারী শিক্ষার সব সমস্যা দূরীভূত হয়নি।

আমাদের সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য নারী-পুরষ উভয়ের শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে— এই নির্মম সত্যটির ব্যাপারে আমাদের অসচেতনার কারণে নারী জাতির শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ এখনও সৃষ্টি হয়নি।

নারী শিক্ষার প্রয়োজন দেশে আছে একথা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের দেশে এখনো অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা নারী শিক্ষার অন্যতম সমস্যা। গ্রাম্য প্রাথমিক পাঠশালায় এদেশের মেয়েরা পড়ালেখার সুযোগ সুবিধা পায়। কিন্তু প্রাত্যহিক জীবন সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য তারা প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভের সুযোগ পায় না। অন্ততঃ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা না পেলে তারা এই জ্ঞান অর্জন করতে পারে না।

বর্তমানে ছেলেদের শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও মেয়েদের শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য তেমন কোন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না। অনেক স্থানে মেয়েদের আলাদা কোন স্কুল নেই। সেখানে ছেলেমেয়ে একসাথে পড়ে। অনেক অভিভাবক তাদের মেয়েদের ছেলেদের সাথে পড়তে দিতে ইচ্ছুক নন। তাই অনেক ক্ষেত্রে মেধাসম্পন্ন মেয়েরা প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর আর কোন শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায় না। এটা সত্যিই দুঃখজনক। তাই গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের জন্য আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন। অবশ্য শহরে গ্রামাঞ্চলের চেয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা কিছুটা ভাল। কিন্তু বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশের কতজন আছেন যারা শহরে এনে তাদের সন্তানদের পড়াতে পারেন?

আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থাও নারী শিক্ষা সমস্যার ক্ষেত্রে কম দায়ী নয়। গ্রাম কিংবা শহরে মেয়েদের বিদ্যালয়ের সামনে উচ্ছৃংখল যুবকদের আড্ডা থাকে। তারা মেয়েদের নানাভাবে উত্ত্যক্ত করে। তাদের এই দৌরাত্ম্যে অনেক মেয়ের পড়ালেখা মাঝপথে থেমে যায়। প্রশাসনকে এ ব্যাপারে আরো সক্রিয় হতে হবে। নারী শিক্ষার পথে অন্তরায়ের বিষয়গুলো চিহ্নিত করে তা প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে হবে। উপরোক্ত সমস্যাসমূহ সমাধান করা হলে নারী শিক্ষার সম্প্রসারণ সহজ হবে।

নারী শিক্ষিত হলে দেশ ও জাতি শিক্ষিত হবে। আমাদের সবার শ্লোগান হোক— "শিক্ষিত জাতি চাওয়ার আগে আমরা চাই একজন শিক্ষিত মা।"

কামরান আহমেদ (দুরন্ত)